গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
আইন অনুবিভাগ

আগামী ১৩.১১.২০১৯ ও ১৪.১১.২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), উপভূমি সংস্কার কমিশনার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এলএ) গণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিতব্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালার আইন অনুবিভাগের কার্যপত্র

১। **আদালতের রায় ডিক্রির পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ড সংশোধনঃ**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১/০৯/২০১৯ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বর পরিপত্রে ২৮/০১/১৪০১ বঙ্গাব্দ/ ১১/০৫/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ তারিখ: পরিপত্রের নির্দেশনা সংশোধনপূর্বক নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে :

(ক) সিএস, এসএ বা আরএস খতিয়ানে সরকারের নামে সঠিকভাবে ও শুদ্ধরূপে রেকর্ড হয়েছে অথবা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এর ৯২(১) ধারা ও ৮৬ ধারা অনুযায়ী জমি সরকারের মালিকানায় আনয়ন, সার্টিফিকেট মামলায় নিলাম খরিদ, অধিগ্রহণকৃত জমি পুনঃগ্রহণ বা পিও ৯৮/৭২ অনুযায়ী জমি সমর্পণ ইত্যাদি কারণে খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঐ সকল সম্পত্তি পরবর্তী সকল জরিপে খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। এমন কোন জমি আরএস/সিটি জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড এবং গেজেট হলেও এ জমিতে সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আপিল/রিভিশন দায়ের এবং মামলায় সরকার পক্ষে যথাযথ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চিত করবেন;

(খ) সিএস, এসএ বা আরএস জরিপে ব্যক্তির নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়েছিল অথবা কোন আইনগত প্রক্রিয়ায় খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির কোন তথ্য/প্রমাণ নেই এবং সরকারের দখলে নেই এমন ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি আরএস/সিটি জরিপে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডে ভুলবশতঃ সরকারের নামে রেকর্ড হওয়ার ক্ষেত্রে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল বা এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়-ডিক্রি ও সরকারি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে সরকারি স্বার্থ নেই মর্মে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে কমিশনার/ অতিবিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) নামজারির বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন;

(গ) প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫-এর বিধি ২৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) চূড়ান্ত প্রকাশিত রেকর্ডের করণিক ভুল সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

২। **বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডের করণিক ভুল ও প্রতারণামূলক ভুল সংশোধন**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৯/২০১৫ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ নম্বর পরিপত্রে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী চূড়ান্ত প্রকাশিত জরিপের রেকর্ডের করণিক ভুল ও প্রতারণামূক ভুল সংশোধনের বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করা হয়:

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ১৪৩ ধারামতে এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২৩ অনুযায়ী সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবেদনের প্রেক্ষিতে বা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পূর্ববর্তী জরিপের কাগজপত্র, প্রাথমিক খাজনা বিবরণী, কালেক্টরের দপ্তরে সংরক্ষিত খতিয়ানের কপি এবং ২ নম্বর রেজিস্টার পর্যালোচনাক্রমে এবং তিনি যে ধরণের অনুসন্ধান প্রয়োজন মনে করেন তা করে এরূপ করণিক ভুল সংশোধনের নির্দেশ দেবেন। বিবেচনাযোগ্য করণিক ভুলের মধ্যে নামের ভুল, অংশ বসানোর হিসেবে ভুল, দাগসূচিতে ভুল, ম্যাপের সঙ্গে রেকর্ডের ভুল, জরিপকালে পিতার মৃত্যুর কারণে সন্তানদের নামে সম্পত্তি রেকর্ড হবার কথা থাকলেও জরিপকারকদের ভুল বা অজ্ঞাত কারণে তা মূল প্রজা বা পিতার নামে রেকর্ড হওয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একইভাবে প্রতারণামূলক লিখনের মাধ্যমে সৃষ্ট চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ড সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন অথবা প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব কর্মকর্তা প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর বিধি ২৩ এর উপবিধি (৪) অনুযায়ী রেকর্ড সংশোধনের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।”

বর্ণিতাবস্থায়, সার্কেল/উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক করণিক ভুল ও প্রতারণামূলক লিখন সংশোধনের মাধ্যমে জনগণকে উপযুক্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করা গেলে ব্যাপকহারে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করার প্রয়োজন হবে না।

৩। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) (২০১৩ সন পর্যন্ত সংশোধিত) এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(ক) অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত কতিপয় সম্পত্তি বাংলাদেশী মূল মালিক বা বাংলাদেশী উত্তরাধিকারী বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর বাংলাদেশী স্বার্থাধিকারী এর নিকট প্রত্যর্পণের উদ্দেশ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে মোট ০৬ (ছয়) বার উল্লিখিত আইন সংশোধন করা হয়। সর্বশেষ সংশোধনের ফলে আইনে বিদ্যমান মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:-

(১) অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত 'খ' তফসিল এমনভাবে বাতিল করা হয় যেন, উক্ত তফসিলভুক্ত সম্পত্তি কখনোই অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় নি।

(২) 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য তালিকা প্রকাশের ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করা যাবে।

(৩) উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আবেদনকারীর অনুকূলে ডিক্রী জারীর ও সরকার কর্তৃক আপিল করা না হলে জেলা প্রশাসক অবিলম্বে ডিক্রী প্রাপককে সম্পত্তির দখল প্রদান করবেন।

(৪) ট্রাইব্যুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করতে পারবে। আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) আইনে উল্লিখিত বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নিম্নরূপ নির্দেশনাসমূহ জারি করা হয়:-

(১) ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৪২৭, তারিখ: ২৮/১০/২০১৫ এ প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তিতে আপিল বা অতিরিক্ত আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আবেদনকারীর পক্ষে সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা রায় প্রদানের পর মন্ত্রণালয়ে মতামত বা পরামর্শ বা নির্দেশনার জন্য প্রেরণ না করে আইন, বিধি-বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২) ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৩৩৪, তারিখ ১৪/০৭/২০১৪ এ বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর আদায়, অদাবীকৃত সম্পত্তি খাস খতিয়ানভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন তারিখের পত্রে এ বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন

(১)মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার বহির্ভূত কোন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করে বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে। ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়, সিদ্ধান্ত, আদেশ পর্যালোচনাপূর্বক আবেদনকারীর পরিচয়ের সত্যতা, দখল,দাখিলকৃত দলিলপত্র ওয়ারিশ সনদ/কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাই ক্রমে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর ধারা ১১, ১২ অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে।

(২) বাতিলকৃত 'খ' তপশিলের নামজারি কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং বৈধ দাবীদার না থাকলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৯২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অর্পিত সম্পত্তি অস্থায়ী ইজারার সালামীর হার পুনঃ নির্ধারণ

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ভূ:ম:/শা-৬/অর্পিত/(সালামী)/১০৫/৯৪-৩০৫/১ (১১৭৯) তারিখ: ২২/০৭/১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং স্মারক নম্বর ভূ:ম:/শা-৬/অর্পিত/ (সালামী)/৬৯/৯০(অংশ)/১৬৯/১(১০৬০) তারিখ:২৬/০২/১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ মূলে নির্ধারিত অস্থায়ীভাবে ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির সালামি হার বাতিল ক্রমে জমির শ্রেণি, অবস্থান এবং ব্যবহার অনুযায়ী ০১.০৭.২০১৯ হতে নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে :

শ্রেণি	একক	(১) উপজেলা এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকা ব্যতীত) (টাকায়)		(২) পৌর এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) (টাকায়)		(৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত (টাকায়)		(৪) ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার (টাকায়)	
		বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত
(ক) কৃষি জমি	প্রতি শতক	৫/-	২০/-	১০/-	৫০/-	×	×	×	×
(খ) অকৃষি ভিটি জমি	প্রতি শতক	২০/-	৮০/-	৪০/-	২০০/-	৬৪/-	৩৮৪/-	৮০/-	৫৬০/-
(গ) শিল্প/ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি	প্রতি শতক	৩০/-	১২০/-	৫০/-	২৫০/-	৮০/-	৪৮০/-	১০০/-	৭০০/-
(ঘ) আবাসিক ঘর ও কাঁচা ঘর (মেঝে কাঁচা টিনের দেয়াল এবং ছাদ)	প্রতি বর্গফুট	১/-	৪/-	৩/-	১৫/-	৪/৮০	২৯/-	৬/-	৪২/-
(ঙ) আবাসিক ঘর ও আধাপাকা ঘর (মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা, টিনের ছাদ)	প্রতি বর্গফুট	১/৫০	৬/-	৪/-	১৬/-	৬/৪০	৩৯/-	৮/-	৫৬/-
(চ) আবাসিক ঘর ও পাকা ঘর (দালান)	প্রতি বর্গফুট	৩/৫০	১৪/-	৬/-	৩০/-	৮/-	৪৮/-	১০/-	৭০/-
(ছ) শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (টিনের ঘর/ কাঁচা ঘর)	প্রতি বর্গফুট	৪/-	১৬/-	৮/-	৪০/-	১৬/-	৯৬/-	২০/-	১৪০/-
(জ) শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (আধাপাকা ঘর/ পাকা ঘর)	প্রতি বর্গফুট	৪/-	১৬/-	১২/-	৬০/-	২০/-	১২০/-	২৫/-	১৭৫/-
(ঝ) ফুল/ ফলের বাগান/ পুকুর/ দীঘি/ ঝিল/বিল		নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম

(খ) অস্থায়ী ইজারাকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির মেরামতের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে লিজ গ্রহীতা জেলা প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে অবকাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন না করে বা কোন নতুন স্থাপনা নির্মাণ না করে, নিজ ব্যয়ে বর্তমান স্থাপনার প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ করার ব্যবস্থা করতে পারবেন। তবে, মেরামতের ব্যয়ভার সালামীর অর্থের সঙ্গে সমন্বয় করা যাবেনা।

(গ) অস্থায়ী ইজারাকৃত সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর অর্পিত সম্পত্তির তহবিল হতে পরিশোধ করা হবে। পৌরকর, ইউপি ট্যাক্স, সুয়্যারেজ বিল, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল ইত্যকার করাদি লিজ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে; এসব কর/বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ভাউচার/ রশিদ সংশ্লিষ্ট ভূমি ভোগকারীর মালিকানার প্রমাণক হিসাবে গণ্য হবে না।

৫। **পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের নামে নামজারি ও রেকর্ডকরণ**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর- ১.০০.০০০০.৪৫.৫৩.০৩৬.১৪.৪৩৬ তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ মূলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি সরকারের নামে নামজারি ও রেকর্ডকরণের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা জারি করা হয়। উপরোক্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ছকমতে প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানা যাচ্ছে না।

৬। **বিনিময় সম্পত্তি নিষ্পত্তিকরণ**

দীর্ঘদিন যাবৎ বিনিময় সম্পত্তির পর্যাপ্ত সংখ্যক কেইস পেন্ডিং রয়েছে। উক্ত পেন্ডিং কেইস নিষ্পত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ সময়সীমা নির্ধারণ করা হচ্ছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে উক্ত বিনিময় কেইসসমূহ নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করা আছে। তবে বিনিময় কেইস নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

৭। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭ সংশোধন।**

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ধারা-৯ এর উপধারা (১)(ক) এ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপুরণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য নির্ধারণকালে ৪ ধারা নোটিশ জারির পূর্বের ১২ (বার) মাসের গড়মূল্য হিসাব করার বিধান রয়েছে। বর্তমানে সরকারি প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য বাজার মূল্যের অতিরিক্ত শতকরা ২০০ ভাগ ক্ষতিপুরণ প্রদানের বিধান রয়েছে। স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সময়সাপেক্ষ হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে অধিগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণের সাথে সাথে ভূমি মালিকগণ অবগত হওয়ায় অস্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়ে থাকে । ফলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সরকারকে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়। উল্লিখিত বাজার মূল্য নির্ধাণের ক্ষেত্রে ১২ মাসের স্থলে পূর্ববর্তী ২৪ মাসের গড়মূল্য বিবেচনা করা হলে সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সাশ্রয় হবে। সরকারের প্রকল্প ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধান সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া জেলা প্রশাসক, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ গাজীপুর/ কক্সবাজার/পটুয়াখালী এর নিকটস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর অধীনে রুজুকৃত কম বেশি পাঁচটি মামলা পর্যালোচনাপূর্বক ছক অনুযায়ী তথ্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অনুলিপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৮। **সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা (সায়রাত-১):**

ক্রমিক নং	জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
০১	বিশ একরের উপরে এবং বিশ একরের নীচে জলমহাল নিয়ে বিভিন্ন আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলমান থাকায় জলমহালগুলো সময়মত ইজারা হচ্ছে না। ফলে সরকার কাংখিত রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলা হতে একজন কমকর্তাকে মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ/ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে নিয়োজিত করতে হবে। তিনি সরকার পক্ষে করণীয় এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর উইং সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
০২	বিশ একরের উর্দ্ধে উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয়ে দ'াখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে জেলা হতে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সময় দিয়ে পত্র দেয়া হলেও সময়মত প্রতিবেদন পাওয়া যায় না। ফলে জলমহালগুলো যথাসময়ে ইজারা প্রদান করা সম্ভব হয় না।	মন্ত্রণালয়ে প্রণীত চেকলিষ্টে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যেই উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রেরিত আবেদনগুলো জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আবশ্যিকভাবে যাচাই বাছাই করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা দিবেন এবং জেলা হতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগনকে সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। প্রয়োজনে পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং বিষয়টি রেকর্ডে রাখবেন।	জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ
০৩	অধিকাংশ জলমহালের তলদেশ বা জলমহাল ভরাট হয়ে চর জেগে গেছে। কিন্তু জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ৬নং রেজিষ্ট্রারে পূর্বের আয়তন উল্লেখ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় তথা উপজেলা কার্যালয় হতে এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করায় জলমহালের সঠিক আয়তন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় । জলমহালের আয়তন সঠিক না থাকায় জেলা প্রশাসন ইজারা প্রাপ্ত সমিতিকে কাগজে দখল বুঝিয়ে দেয়। বাস্তবে দখল বুঝিয়ে দেয় না। ফলে মৎস্যজীবি সমিতি আইনের আশ্রয় নিয়ে সরকারকে রাজস্ব হতে বঞ্চিত করছে।	জেলা প্রশাসকগণ তাঁর জেলার প্রত্যেক জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন। কমিটি প্রত্যেক উপজেলার কানুনগো/সার্ভেয়ার/ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুত পূর্বক একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৬নং রেজিস্ট্রার সংশোধন করবেন এবং পরবর্তী বাংলা সনে জলমহাল ক্যালেন্ডারভুক্ত করণে সহায়ক হবে।	জেলা প্রশাসক, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ।
০৪	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী কিছু জলমহাল/পুকুর ইজারা প্রদান করা হয় না। কিন্তু নীতি বহির্ভূতভাবে বেশ কিছু পুকুর/জলমহাল জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের নামে রেখে ইজারা প্রদান করে না। কাচারী পুকুর নামে কিছু	নীতি বহির্ভূত ভাবে রাখা ঐ সকল পুকুর/জলমহাল বিজ্ঞপ্তির আওতায় আনয়নের জন্য জেলা প্রশাসকের সরাসরি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।	জেলা প্রশাসকগণ

ক্রমিক নং	জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
	জলমহাল বিজ্ঞপ্তির আওতায় আসে না। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নামে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করার জন্য ঐ পুকুরগুলো রাখা হয়। ফলে সরকার রাজস্ব বঞ্চিত হয়।		
০৫	প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে কিছু জলমহাল দুই জেলার মধ্যে বা দুই বিভাগের মধ্যে অবস্থিত। ঐ সকল জলমহালের সীমানা নির্ধারণ না থাকায় দুই জেলার মধ্যে যে জেলার অংশ বেশী ঐ জেলা হতে প্রতিবেদন নেয়া হয়। কম অংশের জেলা হতে প্রতিবেদন যাচনা করা হয় না। ফলে কম অংশের জেলার কোন মন্তব্য থাকলে তা বাদ পড়ে যায়।	আন্তঃজেলা জলমহাল না রেখে স্ব স্ব জেলার অংশে নতুন জলমহাল সৃজন পূর্বক ইজারার আওতায় আনয়ন করার প্রয়োজনীয় উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ।
০৬	উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রদানের জন্য জেলা থেকে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হলেও কিছু জলমহালের প্রতিবেদন প্রেরণ না করে বিভিন্ন কারণে উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রদানের প্রস্তাব করা হয় না। সে ক্ষেত্রে সাধারণ আবেদনে জেলা হতে ইজারা প্রদান করা হয়।	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং অসুপারিশকৃত এমন জলমহালের প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারার জন্য সুপারিশ করা হয়নি ঐ সকল জলমহাল মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে জেলা হতে সাধারণ আবেদনে ইজারা প্রদান করতে হবে।	জেলা প্রশাসকগণ।
০৭	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ১লা মাঘ হতে সাধারণ আবেদনে জেলা হতে ২০ একরের উর্দ্ধে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারার জন্য ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির প্রচারের বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন কোন জেলা এ বিধানের ব্যত্তয় করে জলমহাল ইজারার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ফলে উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রদানে জটিলতার সৃষ্টি হয়।	প্রতি বছর বাংলা সনের ৩০শে আশ্বিনের পূর্বেই ২০ একরের উর্দ্ধে এবং ২০ একরের নীচে সকল জলমহালের তালিকা জেলা প্রশাসক,উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দিতে হবে এবং জেলার ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে। অতপরঃ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ।
০৮	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রাপ্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনে উদ্ধৃত দরই চূড়ান্ত । জেলা হতে কোন সমবায় সমিতির পক্ষে বেশি দরে সুপারিশ	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। জেলা প্রশাসকগণ এ বিষয়ে	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।

ক্রমিক নং	জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
	করার সুযোগ নেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ ৪(১)(২)(৩) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ না করে কোন একটি নির্দিষ্ট সমবায় সমিতির পক্ষে আবেদনে উল্লেখিত দরের চেয়ে বেশি দর প্রস্তাব করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে। ফলে জলমহালটি ইজারা হলেও মামলার উদ্ভব হয়।	জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ অনুসরণ পূর্বক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	
০৯	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ তাঁর জেলা/উপজেলায় অবস্থিত জলমহাল সরেজমিন পরিদর্শন করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্ভেয়ার/কানুনগো দ্বারা সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। অনেক জলমহালের সীমানা সঠিক না থাকায় জেলা প্রশাসন ইজারা গ্রহীতা সমিতির নিকট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জলমহালের দখল হস্তান্তর করতে পারেন না। ফলে কাগজে দখল প্রাপ্তির পর আবেদনকারী সমিতি সময় এবং সীমানার অযুহাত দেখিয়ে বিজ্ঞ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সরকারকে রাজস্ব না দিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জলমহালের ভোগদখলে থাকেন। ফলে মাঝে মাঝে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির সভায় কোন বিষয়ের উদ্ভব হলে জেলার প্রতিনিধিগণ জলমহাল সংক্রান্তে কোন তথ্য উপস্থাপনে বিব্রত হন।	প্রত্যেক সহকারী কমিশনার (ভূমি) তার উপজেলায় অবস্থিত সকল জলমহালের সীমানা চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সার্ভেয়ার/কানুনগো দ্বারা স্কেচ ম্যাপ প্রস্তুত পূর্বক ইজারা বিজ্ঞপ্তির আওতায় আনয়ন এবং সরকারি ইজারা মুল্য নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন।	জেলা প্রশাসকগণ এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ।
১০	সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তান্তরিত জলমহালের ক্ষেত্রে প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে সমঝোতা স্মারকের শর্ত অনুযায়ী জলমহালগুলো পরিচালিত হচ্ছে না। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনকে তদারকির দায়িত্ব দেয়া হলেও জেলা প্রশাসন	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তান্তরিত জলমহালের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ যথাযথ তদারকি করাসহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।	জেলা প্রশাসকগণ।

ক্রমিক নং	জলমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়
	মন্ত্রণালয়ে কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করেন না। ফলে জলমহালগুলো থেকে সরকারের প্রাপ্ত রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি জানা সম্ভব হয় না।		
১১	প্রত্যেক জেলায় কিছু জলমহাল অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। উক্ত অভয়াশ্রমগুলো মাঝে মাঝে উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ফলে মা মাছ সংরক্ষন করা যাচ্ছে না।	প্রত্যেক জেলায় সংরক্ষিত মাছের অভয়াশ্রমগুলো সংরক্ষনসহ এর পরিচর্যার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই যেন অভয়াশ্রমগুলো উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারার জন্য সুপারিশ করা না হয়। সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।	জেলা প্রশাসকগণ।
১২	প্রায়শঃ দেখা যাচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরের পরিবর্তে একক দরে ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করা হয়।এতে জলমহাল থেকে সরকার কাঙ্খিত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।	প্রতিযোগিতামূলক দরে অংশগ্রহণের বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি গঠনের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে । এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণ।

৯। **সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা (সায়রাত-২):**

ক্রমিকনং	মহালেরনাম	বালুমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
১	বালুমহাল	(ক) নানাবিধ কারণেবিভিন্ন জেলায় কিছু বালুমহাল ইজারা প্রদান করা হয়নি। তন্মধ্যে অধিকাংশ বালুমহাল নিয়ে মহামান্য আদালতে মামলা মোকদ্দমা রয়েছে। তাছাড়া যথাসময়ে বালুমহাল ইজারা প্রদান না করায় সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে।	বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলা হতে একজন কর্মকর্তাকে মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট /সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে নিয়োজিত করতে হবে। তিনি সরকার পক্ষে করণীয় এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর উইং এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক
		(খ) সরকারি /বেসরকারি স্থাপনা, সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক ,মহাসড়ক ,রেললাইন,	এ সকল স্থাপনার সীমানায় বালুমহালের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক

		স্কুল কলেজ, ফসলি জমি, আবাসিক এলাকা ইত্যাদি হতে ১ (এক) কিলোমিটার সীমানার মধ্যে বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় এসব এলাকা বালুমহাল হতে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে । যা পরিবেশ, স্থাপনা এবং জনসাধারণের বসবাসের জন্য হুমকি স্বরূপ।	সম্পূর্ণ করতে হবে। ঘোষিত বালুমহাল হতে বালু উত্তোলনের ফলে বর্ণিত স্থাপনাসমূহের ক্ষতি দেখা দিলে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এবং বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা,২০১১ অনুযায়ী ইজারা কার্যক্রম বন্ধ সহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		(গ) ঘোষিত বালুমহাল এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকা হতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে।	অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখবেন এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক
ক্রমিক ন.	**মহালের নাম**	**হাটবাজার সংক্রান্ত সমস্যা**	**করণীয় প্রস্তাব**	**বাস্তবায়নে**
২.	হাট বাজার	(ক) বিভিন্ন জেলা হতে নতুন হাট বাজার প্রতিষ্ঠা/স্থাপনের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছেন এবং প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে না। এতে নতুন হাট বাজার স্থাপন/প্রতিষ্ঠার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা বিলম্বিত হয়।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে নতুন হাট বাজার স্থাপন/প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফিরিস্তিসহ প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক
		(খ) অনেক হাট বাজার এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি পেরীফেরীভুক্ত করা হয়েছে এবং উক্ত জমিগুলো বিধি-মোতাবেক পেরীফেরীভুক্ত না হওয়ায় জমির মালিক ক্ষতিপূরণ হতে বঞ্চিত হচ্ছে এবং খাজনা /হস্তান্তর ইত্যাদি করতে পারছে না।	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি পেরীফেরীভুক্ত করা হলে তা বিধি মোতাবেক অধিগ্রহণের মাধ্যমে করতে হবে । ব্যক্তি মালিকাধীন জমি বিধি মোতাবেক পেরিফেরীভুক্ত না করা পর্যন্ত জমির খাজনা এবং হস্তান্তরের বিষয়ে অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক
		(গ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ২০ জুলাই ২০০২ তারিখের জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী হাট বাজারের আয় থেকে ৫% অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে “৭-	হাট বাজারের আয় থেকে ৫% অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে “৭-ভূমি-রাজস্ব”খাতে জমা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক

		ভূমি-রাজস্ব"খাতে জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু বিধানটি যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে না ।		

ক্রমিক নং	মহালের নাম	চিংড়িমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
৩.	চিংড়ি মহাল	(ক) বিভিন্ন জেলা হতে চিংড়িমহাল ঘোষণার প্রস্তাব জেলা প্রশাসক সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছেন এবং প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে না । এতে প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্বিত হয়।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চিংড়িমহাল ঘোষণা প্রদান সংক্রান্তে জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফিরিস্তিসহ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/ জেলা প্রশাসক
		(খ) চিংড়িমহাল ঘোষণা সংক্রান্তে মহামান্য আদালতে মামলা মোকদ্দমা চলমান থাকে।	আদালতে দায়েরকৃত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা হতে একজন কর্মকর্তাকে মামলার বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট /সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগে নিয়োজিত করতে হবে। তিনি সরকার পক্ষে করণীয় এবং দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সলিসিটর উইং এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক

ক্রমিক নং	মহালের নাম	লবণমহাল সংক্রান্ত সমস্যা	করণীয় প্রস্তাব	বাস্তবায়নে
	লবণমহাল	(ক) বিভিন্ন জেলা হতে লবণমহাল ঘোষণার এবং ইজারার প্রস্তাব জেলা প্রশাসক সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছেন এবং প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে না । এতে প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব হচ্ছে ।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে লবণমহাল ঘোষণা / ইজারা প্রদান সংক্রান্তে জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফিরিস্তিসহ প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক
		(খ) বিভিন্ন জেলা হতে লবণমহাল ঘোষণার এবং ইজারার প্রস্তাব জেলা প্রশাসক সরাসরি ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করছেন এবং প্রস্তাবের সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে না । এতে প্রস্তাব অনুমোদনে বিলম্ব হচ্ছে ।	ভূমি মন্ত্রণালয় হতে লবণমহাল ঘোষণা / ইজারা প্রদান সংক্রান্তে জারিকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফিরিস্তিসহ প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক

খতিয়ান বিষয়ক (জরিপ অধিশাখা-২):

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	সমস্যার বিবরণ	সুপারিশ	বাস্তাবায়ন
১	২	৩	৪	৫
১	(ক) মৌজার যে খতিয়ান ও দাগের উপর রিট সে খতিয়ানটি বাদে মৌজার অবশিষ্ট খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনা।	(ক) মৌজার যে খতিয়ান ও দাগের উপর রিট হয় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে।	(ক) মৌজার যে খতিয়ান ও দাগের উপর রিট সে খতিয়ানটি বাদে মৌজার অবশিষ্ট খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার।
২	(খ) যে সকল খাস ও অর্পিত সম্পত্তি আর, এস, জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে সকল রেকর্ডের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করা।	যে সকল সরকারি সম্পত্তিতে আর এস রেকর্ডে ব্যক্তি মালিকানা রেকর্ড হয়েছে তা সংশোধেণের জন্য ল্যান্ড ট্রাইবুনাল করতে হবে।	(খ) যে সকল খাস ও অর্পিত সম্পত্তি আর, এস, জরিপে ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে সকল রেকর্ডের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে হবে।	(খ) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সংশ্লি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা।
৩	(গ) চলমান আর, এস, জরিপে যে সকল মৌজার কার্যক্রম পেন্ডিং/চলমান আছে সে সকল মৌজার খাস ও ভিপি তালিকা মোতাবেক সেগুলো সরকারের নামে রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণ।	খাস ও ভিপি তালিকার জমি সরকারের নামে রেকর্ড করতে হবে।	(গ) চলমান আর, এস, জরিপে যে সকল মৌজার কার্যক্রম পেন্ডিং/চলমান আছে সে সকল মৌজার খাস ও ভিপি তালিকা মোতাবেক সেগুলো সরকারের নামে রেকর্ড করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(গ) সংশ্লিষ্ট সহকা কমিশনার (ভূমি), সংশ্লি সহকারী সেটেলমে অফিসার ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয় ভূমি সহকারী কর্মকর্তা।
৪	(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রতিমাসে জরিপ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা আহবান নিশ্চিত করণ।	(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রতিমাসে যথাসময়ে জরিপ সংক্রান্ত বিষয়ে সভা করবেন।	(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ প্রতিমাসে জরিপ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সভা আহবান করে সভার কার্যবিবরণী এ মন্ত্রণালয়কে প্রতি মাসের প্রথম দিকে অবহিত করতে হবে।	(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলার জে প্রশাসক/কমিটির আহবায়
৫	(ঙ) খাস ও অর্পিত সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় নামজারি করা হয়ে থাকলে সে সকল সম্পত্তির নামজারি অনতিবিলম্বে বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করণ।	(ঙ) খাস ও অর্পিত সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় নামজারি করা হলে তা চিহ্নিত করে বাতিল করতে হবে।	(ঙ) খাস ও অর্পিত সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানায় নামজারি করা হয়ে থাকলে সে সকল সম্পত্তির নামজারি অনতিবিলম্বে বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ঙ) সংশ্লিষ্ট সহব কমিশনার (ভূমি) ও সং ইউনিয়ন ভূমি সহব কর্মকর্তা।
৬	(চ) আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করে জরিপ কাজ দ্রুত সম্পন্ন।	(চ) আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ জরিপ কাজর বিঘ্ন ঘটায় এগুলি নিষ্পত্তির পদক্ষেপ	(চ) আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করে জরিপ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(চ) মহাপরিচালক, রেকর্ড ও জরিপ অধিদ ঢাকা ও বিভাগীয় কমিশ

		গ্রহণ করে জরিপ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করণ।		
৭	(ছ) যে সকল জমি নদী ভাঙ্গানে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সে সব স্থানে সিকস্তি লাইন ও যে সকল স্থানে নদীর চরে জেগে উঠেছে সে সকল জমির পয়স্তি লাইন টানতে হবে।	(ছ) নদী ভাঙ্গানের ও চর জেগে উঠা সিকিস্তি ও পয়স্তি জমির সঠিক লাইন টেনে জরিপ কাজে সহযোগিতা করতে হবে।	(ছ) যে সকল জমি নদী ভাঙ্গানে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সে সব স্থানে সিকস্তি লাইন ও যে সকল স্থানে নদীর চরে জেগে উঠেছে সে সকল জমির পয়স্তি লাইন টানতে হবে।	(ছ) সংশ্লি কমিশনার (ভূমি) ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা।
৮	(জ) সমুদ্র বা নদীর চরে জেগে উঠা জমির দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ দিবেন।	(জ) সমুদ্র বা নদীর চরে জেগে উঠা জমির দিয়ারা জরিপ না হলে সে জমি বেহাত হওয়াসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।	(জ) সমুদ্র বা নদীর চরে জেগে উঠা জমির দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ দিবেন।	(জ) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক
৯	(ঝ) জরিপ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় সাধারণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ভুল রেকর্ড প্রনয়নের চেষ্টা করতে হবে।	(ঝ) জরিপ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ না করলে রেকর্ড ভুল হবে কারণ পর্চা-নকশায় যিনি মালিক বর্তমানে দলিলে অন্য মালিকানা থাকতে পারে।	(ঝ) জরিপ কার্যক্রম চলমান অবস্থায় সাধারণ জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নির্ভুল রেকর্ড প্রনয়নের চেষ্টা করলে জরিপ কাজ সহজ ও নির্ভুল হবে।	(ঝ) সংশ্লিষ্ট সেটেলমে অফিসার ও সহকা সেটেলমেন্ট অফিসার।